পূরণের জন্য বিশাল পরিমাণ তথ্য। **একটা একক ভাষা সহজতর করে তুলবে বাণিজ্য, তার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পুঁজির চলাচলকে বাড়িয়ে তুলে এবং স্বাভাবিকভাবেই মেহনতী জনগণকে নিপীড়ন করে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে একটা 'অফিসিয়াল ভাষা'।**

ভারতবর্ষে, নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও, হিন্দি ও ইংরাজী-ই অফিসিয়াল যা নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামে সমস্যার মুখে ফেলে। স্কুল থেকে অফিস পর্যন্ত সর্বত্রই ইংরাজীকে করা হচ্ছে বাধ্যতামূলক। চাকরি পাওয়ার জন্য আজ শুধু 'ইংরাজী পরণ'-ই যথেষ্ট নয়, দরকার 'ইংরাজী বাচন'-ও। যে যুবরা নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁদের রোজ লড়াই করতে হয় এই বিদেশী ভাষার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। এটা মানতে বাধ্য করা হচ্ছে যে এমন ভাষায় জ্ঞান না থাকলে প্রগতি সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, তবে যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁরা যাঁরা ভাষার প্রাচীর ডিঙিয়েছেন,—'পরিযায়ী শ্রমিক'। শ্রমের এই অভিবাসন শ্রমিককে শিখিয়েছে নানা দেশের নানা অঞ্চলের ভাষা। এর জন্য তাদের কোন স্কুলের দরকার পড়েছে?

যখন রুশ ভাষাকে রাশিয়ায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি বাধ্যতামূলক অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে, যদিও দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশের ভাষা ছিল 'রাশিয়ান', তখন রাশিয়ার মার্ক্সবাদীরা বলেছিলেন, ''কোন বাধ্যতামূলক অফিসিয়াল ভাষা থাকবে না, জনগণকে স্কুলের শিক্ষা দিতে হবে আঞ্চলিক ভাষায়, সংবিধানে যোগ করতে হবে একটি মৌলিক আইন যা রোধ করবে কোন একটি জাতির সকল সুযোগ-সুবিধা এবং সংখ্যালঘু জাতিগুলির অধিকারভঙ্গের প্রথাকে।''

একই প্রেক্ষাপট তৈরী হয় বাংলাদেশে—২১শে ফেব্রুয়ারী, দিনটি সাক্ষ্য বহন করে ১৯৫২-র, যখন তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার একটি হিসাবে তাদের মাতৃভাষা—'বাংলা'-র স্বীকৃতির দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্ররা পুলিশের গুলিতে নিহত হন ঢাকায়, যা এখন বাংলাদেশের রাজধানী। ঘটনাটা শুরু হয় ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, যখন তামাউদ্দীন মজলিশ (একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা) 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ঃ বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় 'বাংলা'-কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার একটি হিসাবে দাবী করে। পাকিস্তান তখন দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ভৌগলিক পার্থক্য অনুযায়ী ভাষার পার্থক্যও ছিল। ভারতের পশ্চিমের একটা অংশ যারা উর্দুতে কথা বলত আর পূর্বের অংশ যারা কথা বলত বাংলায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতীয় ভাষা হিসাবে কেবলমাত্র উর্দু থাকার বিরোধিতা করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দুপুরবেলা একটি সভা হয়। নুরুল আমিন

D:/Gita 2011/Jabar-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

প্রশাসনের নিষেধ না মানার সিদ্ধান্ত করেন ছাত্ররা এবং প্রাদেশিক বিধানসভার সামনে আন্দোলনের জন্য জড়ো হন। পুলিশ কাঁদনে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। ছাত্ররা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে মেডিকেল আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতেও। ৪টের সময়, মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে পাঁচজনকে—মহম্মদ সালাউদ্দীন, আব্দুল জব্বর, আবুল বরকত্, রফিকুদ্দীন আহ্মেদ এবং আব্দুস সালাম—প্রথম তিনজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

প্রচণ্ড দমন-পীড়নের সামনে পড়ে ঢাকায় আন্দোলনের গতি কমতে থাকে। কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জেলাগুলিতে।

৭ই মে, ১৯৫৪, পাক সরকার 'বাংলা'-কে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেয়।

২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬, নির্বাচিত বিধানসভা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে 'বাংলার' সাংবিধানিক স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে।

২৩ মার্চ, ১৯৫৬, পাক সংবিধানে তা কার্যকরী হয়।

২৬ মার্চ, ১৯৭১, বাংলাদেশ স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯, ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তা পালিত হয় প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং বহুভাষিতার জন্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে।

আজকের দিনে, যদিও বিশ্বপুঁজিবাদের এই স্তর এই দিনটিকে, ২১শে ফেব্রুয়ারীকে, পর্যবসতি করেছে একান্ত আনুষ্ঠানিকতায়। দিনটির অহংকারকে করায়ত্ত করেছে অভিজাত শ্রেণীগুলি, যারা প্রায়শই বিশ্বব্যাপী একক অফিসিয়াল ভাষার পক্ষেই দাঁড়িয়ে থাকে।

ভাষা, যা জন্ম নিয়েছে মানুষের শ্রমের বৈচিত্র্যের ঐতিহাসিক গতিপথে, আজকের দিনে তার নিজস্ব বৈচিত্র হারিয়ে হয়ে উঠেছে তার স্রষ্টা—শ্রম-এরই শোষণের হাতিয়ার। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে ভাষার একচেটিয়ার বিষয়টি অন্য সমস্ত বাণিজ্যিক বিনিময়ের মতোই। যেমন পণ্যের বিনিময়ের বেলায় তাদের দরকার **একক ডলার মুদ্রা**, তেমনই বিশ্বপুঁজির একচেটিয়ার দরকার তথ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে **একক ভাষা মুদ্রা**। ভাষার যান্ত্রিক অভিন্নতা তাই নিপীড়নেরই এক রূপ, যা সর্বদাই দাবী রাখে, বোঝবার ও তার বিরুদ্ধে লড়বার। ভাষার বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেও, শ্রমিকশ্রেণীর স্লোগান আই 'জাতীয় সংস্কৃতি' নয়, বরং 'আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের সংস্কৃতি' ও 'বিশ্বপুঁজির বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন'... এবং তাই সেক্ষেত্রেও আহ্বান একটাই, **'দুনিয়ার মজদুর এক হও''।**